PRESS RELEASE

স্থান
ঢাকা

তারিখ
২৭ জুলাই ২০২৩

কক্সবাজার ও ভাসান চরে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও স্থানীয়দের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৩.৩৫ মিলিয়ন ইউরো অনুদানে ইউএনএইচসিআর-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ও তাদের আশ্রয় প্রদানকারী স্থানীয় জনগণের অব্যাহত সুরক্ষা পরিষেবা ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইউএনএইচসিআর-এর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবিক সাহায্য বিভাগ থেকে ৩.৩৫ মিলিয়ন ইউরোর (৩.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য) উদার অনুদানকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই অর্থের মাধ্যমে রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ কক্সবাজার জেলায় আঘাত হানা সাম্প্রতিক সাইক্লোন মোকার কারণে ক্ষয়-ক্ষতির পুনঃবাসনও করা হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ও সারা বিশ্বে ইউএনএইচসিআর-এর মানবিক কর্মকান্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিনিধি (রিপ্রেজেন্টেটিভ) ইয়োহানেস ভন ডার ক্লাও বলেন, "ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুদান বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ও জীবন রক্ষাকারী মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে আমাদের সাহায্য করে। এই নতুন তহবিল শরণার্থীদের সাহায্য করবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে, আর পাশাপাশি আমাদের সাহায্য করবে সাইক্লোন মোকার তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থীদের ঘর ও বিভিন্ন স্থাপনা পুনঃনির্মাণ করতে"।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক কার্যক্রমের প্রায় ছয় বছর হতে চলেছে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ও ভাসান চরে ইউএনএইচসিআর-এর কাজে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই নিয়মিত সহায়তা বরাবরের মতই অমূল্য।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবিক কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধায়ক আনা অরল্যান্ডিনি বলেন, "বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবিক সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কক্সবাজার ও ভাসান চরের প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর সুরক্ষা, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও মঙ্গল। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই অনুদানের মাধ্যমে আমাদের অংশীদার ইউএনএইচসিআর সকল শরণার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সেবা চালু রাখবে। এর পাশাপাশি সাইক্লোন মোকার আঘাতের পর শরণার্থীদের বাসস্থান পুনঃনির্মাণে ইউএনএইচসিআর-এর কাজে অবদান রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত"।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই আর্থিক সহায়তা কক্সবাজারের ক্যাম্পে শরণার্থীদের আইনী সহায়তা, নিবন্ধন, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা, এবং শিশুদের সুরক্ষা পেতে সাহায্য করবে। আর ভাসান চরে শরণার্থীদের জন্য বিদ্যমান সকল ধরণের সুরক্ষা পরিষেবা অব্যাহত রাখবে।

এই অবদান কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় মোকায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জরুরি সহায়তাও নিশ্চিত করবে, যেন তাদের আশ্রয়ের উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের জীবন পুনঃনির্মাণ সম্ভব হয়।

মিয়ানমারে সহিংসতা ও নিপীড়নের শিকার হয়ে শরণার্থী হতে বাধ্য হওয়ার ছয় বছর পর প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গা বর্তমানে বাংলাদেশে আশ্রিত আছে। এর অধিকাংশ মানুষ কক্সবাজারের ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পে বসবাস করে এবং ভাসান চরে আছে প্রায় ৩০,০০০ শরণার্থী।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ
মোস্তফা মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, +৮৮০১৩১৩০৪৬৪৫৯, hossaimo@unhcr.org